পরিবেশ রক্ষায় নিউক্যাসেলের সমুদ্র সৈকতে দিনভর প্রতিবাদ সমাবেশ

গত ২১ মার্চ, শনিবার 'রাইজিং টাইড' সংগঠনের উদ্যোগে পৃথিবীর বৃহত্তম কয়লা রপ্তানীকারক সমুদ্রবন্দরের প্রবেশমুখে নিউক্যাসেলের 'হর্স সু' সমুদ্র সৈকতে প্রতি বছরের মত এবারও দিনভর প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা স্টিভের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ আন্দোলনের নেতারা। বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য বিপর্যয়ের বিষয়টিও উঠে আসে। বাংলাদেশ এনভেরোনমেন্টাল নেটওয়ার্ক (বেন), অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়কারী কামরুল আহসান খান ক্যানবেরা থেকে এসে এই সমাবেশে যোগ দেন এবং বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের ফুলবাড়িয়া কয়লাখনিকে ঘিরে স্থানীয় জনগনের গড়ে ওঠা আন্দোলনের সাফল্যের কথা তুলে ধরে জনগনের সম্মিলিত উদ্যোগে পরিবেশ দূষনের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বেন, অস্ট্রেলিয়ার কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিরসনে তিনি উন্নত বিশ্বের দ্রুত সহায়তা কামনা করেন। নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী ডঃ আবুল হাসনাৎ মিল্টনসহ আরো অনেকেই এই সমাবেশে যোগ দিয়ে দিনব্যাপী অবস্থান করেন।

প্রতিবাদের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে রং-বেরঙের ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ছোট ছোট নৌকায় করে আন্দোলনকারীরা কয়লা পরিবহনকারী জাহাজের প্রবেশ প্রতীকী অর্থে রুখে দিতে সমুদ্র থেকে হারবারে প্রবেশের সংযোগ মোহনায় গিয়ে অবস্থান নেয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় গানের শিল্পীরা ও স্থানীয় একটি ব্যাণ্ড। এইসব গানের কথাতেও বাংলাদেশের সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা ধ্বনিত হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশ উপলক্ষে সমগ্র সৈকত জুড়ে পরিবেশ রক্ষায় নানান দাবী সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন টানানো হয়েছিল। এছাড়া আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে স্টল দিয়েছিল সোশালিস্ট এ্যালায়েন্স, ক্লাইমেট এ্যাকশন গ্রুপসহ অনেক সংগঠন। নতুন নতুন কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সরকারী উদ্যোগের প্রতিবাদে দিনভর এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, অস্ট্রেলিয়ার মোট কার্বন নির্গমনের ৪০% হয় কয়লাশিল্প খাত থেকে।